দৈনিক বাংলা

11 তারিখ 11 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি : এ কেমন বিজ্ঞপ্তি

আনিকেত

এ কেমন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি? প্রশ্ন করেছেন এক পাঠক। পত্রিকা কেটে পাঠিয়েছেন একটি কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তিটি ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ২১শে আগস্ট।

কলেজটি রাজশাহী কলেজ। সরকারী কলেজ। ১৯৮৬-৮৭ সনের শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কিছু শর্ত দেয়া হয়েছে। একাদশ বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্তির শর্ত হচেছ : (১) যারা ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭০০ (সাতশত) নম্বর পেয়েছে তারা আবেদন করতে পারবে। (২) রাজশাহী পৌরসভার অধীনস্থ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রোল-রাজ নম্বরধারী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী ন্যূনতম ৬৫০ (ছশ পঞ্চাশ) নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবে। কিন্তু কেন্দ্র পরিবর্তনকারী রোল-রাজ নম্বর ধারী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়!

একাদশ মানবিক এবং বাণিজ্য শ্রেণীতে ভর্তি নিয়েও একই ধরনের শর্ত আছে। রাজশাহীর পৌর এলাকার এবং পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনকারী না হলে ৪৫০ (চারশ পঞ্চাশ) নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবে। পৌর এলাকার বাইরের হলে ৪৮০ (চারশ আশি) নম্বর পেতে হবে।

চাঁদপুরের পাঠক জিজ্ঞাসা করেছেন—এ ধরনের বিজ্ঞপ্তির কারণ কি? এতে কি শহরবাসী এবং বাইরের ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য করা হচেছ না? এ ধরনের শর্ত দেয়া হলে গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েদের শহরের সরকারী কলেজে ভর্তি হওয়া কষ্ট হবে নাকি। মোটামুটিভাবে সরকারী কলেজে পড়াশুনা ভাল হয়। আবার শহর ছাড়া সরকারী কলেজ গ্রামাঞ্চলে নেই বললেই চলে। মূল প্রশ্ন হচেছ এ ধরনের বৈষম্যের কারণ কি?

এ প্রশ্ন আমারও। এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি পূর্বে কোনদিন চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। আবার খোঁজ নিয়ে জেনেছি ঢাকার সরকারী কলেজগুলিতেও এ ধরনের শর্ত আরোপ করা হচেছ। কিন্তু কেন?

রাজশাহী কলেজের ভর্তির বিজ্ঞপ্তিটি পড়লে আপাতত মনে হবে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তির দুটি কারণ আছে (১) শহর এলাকার ছাত্রদের শহরে সুযোগ দান, (২) নকল প্রতিরোধ—অর্থাৎ মনে করার কারণ ঘটেছে যে শহরের চেয়ে শহরের বাইরে নকল বেশি হয়। এবং এ জন্যই পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনকারীদেরও সুযোগের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এ ধরনের শর্ত আরোপ কি সঠিক? বৃটিশ আমলে সরকারী কলেজ স্কুলে সরকারী চাকুরেদের সন্তান-সন্ততিদের কিছুটা সুযোগ দেয়া হত। তাদের চাকরিতে স্থান বদল হরহামেশা হত বলে এ ধরনের সুযোগের পক্ষে যুক্তি দেখান হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাও নয়। একবারে সরলরেখা টেনে দেয়া হয়েছে পৌর এলাকা এবং তার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এ ধরনের শর্ত যদি শহর এলাকার সকল কলেজ আরোপ করে তা হলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায়। এমনিতে গ্রাম এলাকায় কলেজ বা ভাল কলেজের সংখ্যা কম। তা হলে কি বুঝতে হবে যে শহর আর শহরের বাইরের ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য আছে। এর অর্থ কি সকলকে সন্তান-সন্ততি নিয়ে শহরবাসী হওয়ার উৎসাহ দেয়া। আমি যতদূর জানি গ্রামে যাওয়া আজকের নীতি। শহরে ভিড় জমান নয়। আশা করব কলেজ কর্তৃপক্ষ এর একটি বোধগম্য ব্যাখ্যা দেবেন। এবং এ ধরনের শর্ত প্রত্যাহার করবেন।

এ ধরনের শর্ত আরোপের দ্বিতীয় কারণ হতে পারে নকল সমস্যা। অভিযোগ হতে পারে যে তুলনামূলকভাবে শহরে কম নকল হয়। গ্রামের ছেলেরা নকল করে বেশি নম্বর পায়। আবার নকল করে পাস করার বা বেশি নম্বর পাবার আশায় অনেকে পরীক্ষার কেন্দ্র বদল করে। তাই তাদের জরিমানা। অর্থাৎ শহরের সরকারী কলেজে ভর্তি হতে হলে শহর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে বেশি নম্বর পেতে হবে।

কিন্তু এ যুক্তিও কি ধোপে টেকে। প্রথমত এ ধরনের সৎ আর অসতের সীমারেখা টানা অবাস্তব। আবার সকলেই নকল করার জন্য কেন্দ্র বদল করে তাও সত্য নয়। নানা পারিবারিক এবং আর্থিক কারণে অনেকে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে। এ অবস্থা চলছে সুদীর্ঘ অতীত থেকে। এ সত্যকে অস্বীকার করার অবকাশ আছে কি। আর সত্যি সত্যি যদি বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ নকলরোধের জন্য এ শর্ত দিয়ে থাকেন বা শহরে কম নকল হয় বলে ভেবে থাকেন, তা হলে বলব—প্রথম কাজটি সঠিক হয়নি এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি নির্ভুল নয়। নকল সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হলে সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি বার মূল্যায়ন করুন। একথা আমি হলপ করে বলতে পারি—শহরের ছাত্রছাত্রীদের আপনজনের মত দেন দরবার করে নম্বর বাড়াবার সুযোগ, কিন্তু শহরের বাইরের ছাত্রছাত্রীরা আদৌ পায় না। এ অপরাধে সকলে অপরাধী একথা আমি বলছি না। তবে এ অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা কিন্তু কম নয়। এবং এরা সকলেই শহরবাসী। তা হলে এদের জরিমানা কি?

জানি না কোন যুক্তিতে রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি সম্পর্কে এ শর্ত আরোপ করেছেন। জানি না এ ধরনের শর্ত কেন ঢাকার কয়েকটি কলেজে আরোপ করা হয়েছে। এও জানি না যে সরকারী কলেজগুলিতে এ ধরনের কোন নির্দেশ কোন মহল থেকে গেছে কিনা। শুধু এটুকু বলতে পারি যে এ শর্ত প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। সকলকে ভর্তির ব্যাপারে সমান সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজন হলে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে মেধা নির্ণয় করুন। এ ধরনের অবাঞ্ছিত বৈষম্য সৃষ্টি করে নতুন সমস্যার জন্ম দেবেন না।